Vol. 1 | No. 2 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কানুপার কাল নির্ণয়

Volume	1
Issue	2
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Muhammad Shahidullah
Published online	December 16, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i2.2
Pages	17-20
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কানুপার কাল নির্ণয়

অধ্যাপক ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

চর্যাপদের কাহ্নুপাদ বা কাহ্নুপা যে নাথগীতিকার কানুপা হইতে অভিন্ন, তাহা সর্ববাদিসম্মত। আমরা তাঁহার কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

৩৬ নং চর্যাগীতিতে কাহ্নু জালন্ধরীপার উল্লেখ করিয়াছেন,—

সাখি করিব জালন্ধরি পাএ।
পাখি ন চাহই মোরে পাণ্ডিআচাএ ॥

২৫ নং দোহায় তিনি শবরীর উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর সিরি শিহর উতঙ্গ থলি
শবরে জহিঁ কিঅ বাস।
নউ লংঘিঅ পঞ্চাননেহিঁ
করিবর দূরিঅ আস॥

চক্রসম্বরতন্ত্রের তিব্বতী অনুবাদে একটি গুরু পরম্পরা দেখা যায়ঃ

নাড়পা
|
তিলোপা
|
বিজয়পা
|
গুহ্যপাদ বা ভদ্রপাদ
|
কৃষ্ণাচার্য
|
জালন্ধরী
|

কচ্ছপা
|
বজ্রঘণ্ট
|
লুইপা
|
শবরীপা

শবরীপা, লুইপা, কৃষ্ণাচার্য বা কানুপা, গুহ্যপাদ বা ভাদে চর্যাগীতির লেখক। তিব্বতী এবং নাথগীতিকার ঐতিহ্যমতে জালন্ধরী মেহেরকুলের রাজা গোপী-চাঁদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। কেহ কেহ এই গোপীচাঁদকে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে (১০২৪ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখিত বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ভুল। বাংলাদেশের ইতিহাস অনুযায়ী গোপী-চন্দ্রের ভ্রাতা ললিতচন্দ্র এবং তাঁহার রাজত্বের পরে অরাজক অবস্থার অবসানে পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালদেব (আনুমানিক ৭১৫—৭৬০ খ্রীঃ অঃ) রাজপদে বৃত হন। সুতরাং ইহাতে গোপীচাঁদের সময় খ্রীঃ সপ্তম শতকের চতুর্থ পাদে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের ১ম খণ্ডে (পৃঃ ১৮৬) গোপীচাঁদের রাজত্বকাল সপ্তম শতকের শেষে হইতে পারে, বলা হইয়াছে। অন্যদিক হইতেও এই সময় নির্ণয় সমর্থিত হয়। হিন্দী ও তিব্বতী ঐতিহ্যে গোপী-চাঁদকে রাজা ভর্তৃহরির ভাগিনেয় বলা হইয়াছে (১)। চৈনিক পরিব্রাজক I-tsing (৬৭৩ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার ভারত ভ্রমণের বিবরণে, ৬৫১ খ্রীঃ এক ভর্তৃহরির মৃত্যুকাল লিখিয়াছেন (২)। লামা তারনাথের মতে জালন্ধরী ভর্তৃহরিকে দীক্ষাদান করেন (৩)। এই ভর্তৃহরি অবশ্য গোপীচাঁদের মাতুল হইবেন। ইহার অন্য প্রমাণও আছে। লামা তারনাথ লিখিয়াছেন যে, গোপীচাঁদ বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তির মৃত্যু-সময়ে বা কিছু পরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন (৪)। I-tsing এই ধর্মকীর্তিকে তাঁহার ভারত ভ্রমণ সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৫)। ইহাতেও গোপীচাঁদের সময় সপ্তম শতকের চতুর্থপাদে পড়ে। গোপীচাঁদের দীক্ষাগুরু জালন্ধরী পাও সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হইবেন।

জালন্ধরীপাদের শিষ্য কৃষ্ণাচার্য বা কানুপার সময় আমরা মোটামুটি ৬৭৫ হইতে ৭৭৫ খ্রীঃ অঃ মধ্যে ধরিতে পারি। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে কাহ্নুপা সোম-পুরী বিহারে ছিলেন (৬)। এই সোমপুরী বিহারে তাঁহার "ধর্ম্মকায়দীপ সিদ্ধি" পুস্তক লিখিত হয় (৭)। এই সোমপুরী বিহার যে বর্তমান পাহাড়পুরে ছিল এবং ধর্মপালদেব (আনুমানিক ৭৬০—৮১৫ খ্রীঃ অঃ) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল তাহা ঐ স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রার লিপি হইতে প্রমাণিত হয়। তাহাতে আছে—"শ্রী সোমপুরে শ্রী ধর্মপালদেব মহাবিহারে" (৮)। সুতরাং তিনি ধর্মপালদেবের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন, ইহা আমরা নির্দেশ করিতে পারি। আমরা কানুপার গুরু জালন্ধরীপার সময় অন্য প্রকারে নিরূপণ করিতে পারি। জালন্ধরী রাজা ইন্দ্রভূতির শিষ্য ছিলেন (৯)। ইন্দ্রভূতির পালকপুত্র পদ্মসম্ভব। জার্মান পণ্ডিত Schlagintweit এর মতে পদ্মসম্ভবের জন্ম ৭২১—২২ খ্রীঃ অঃ (১০)। ইন্দ্রভূতি কর্মকীর্তির সমসাময়িক ছিলেন (১১)। কাজেই জালন্ধরী সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং শিষ্য কানুপা ৬৭৫ হইতে ৭৭৫ এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের ভগিনীকে বিবাহ করেন। এই শান্তরক্ষিতের জীবৎকাল ৭০৫—৭৬৫ খ্রীঃ অঃ।

কানুপার নিম্নতম সময় আমরা তাঁহার একটি পুস্তকের লিপিকাল হইতে নির্ণয় করিতে পারি। তাঁহার রচিত বই "শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকা যোগরত্নমালা" গোবিন্দপাল-দেবের রাজত্বের ৩৯ বৎসরে ভাদ্র মাসের ১৪ই তারিখে কায়স্থ গয়াকর নকল করেন (১২)। ইহাতে এই পুস্তকের লিপির তারিখ ১১৯৯—১২০০ খ্রীঃ অঃ হয়। কাহ্নুপাদ ইহার পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা কর্তব্য যে মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভীর মতে ৬৫০ খ্রীঃ অঃ পূর্বে হইবে। কারণ, তিনি বলেন, ৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বসময়ে সেই দেশে গিয়েছিলেন (১৩)। তাঁহাকে দশম বা দ্বাদশ শতকের লোক মনে করা কেবল অনুমানমাত্র এবং তাহা ভ্রান্ত। নাথগীতিকার মতে এই মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথপন্থার প্রবর্তক এবং জালন্ধরীপার গুরু ছিলেন। এই জালন্ধরীপার শিষ্য কাহ্নুপাদ বা কানুপা।

প্রমাণপঞ্জী

(১) A. Schiefuer, Geschichte des Buddhismus in Indien p. 195.
(২) Takakusu, A Record of the Buddhist Religion p. lvii.
(৩) Taranatha, Edelsteinmine p. 61
(৪) A. Schiefuer, ibid. p. 195
(৫) Takakusu, ibid. p. XXXI.
(৬) A. Grunwedel, Die Geschichten der Vierundachtzig Zauberer.
(৭) Cordier, Catologue du fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, II, 166
(৮) শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২০৮
(৯) Taranatha, Edelsteinmine p. 43
(১০) Abhandbungen der Philosophisch Philologischen Klasse de Koniglisch Bayerischen Akademie de Wissen schaften, XXII, 521.
(১১) A. Schiefuer, ibid. p. 188
(১২) Cecil Bendall, Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the University Library of Cambridge University.
(১৩) Sylvain Levi, Le Nepal, I, 347 ; II, 163.